পুরুষবিদ্যা
তিলোত্তমা বসু

পুরুষ অবাক যন্ত্র
        -শিখব বলে
নাড়া বাঁধি প্রেমে

শুরু কি সহজ অত
নানান ছুতোয় শুধু
        পরখ করছে

কখন ছোটায় ঘুম
খিদে মুখে ঢেলে দেয় ছাই
নাছোড় আমিও তত
        ঘুরি পায়ে পায়ে

শিখব পুরুষ বিদ্যা-
প্রকৃতির রোখ চাপে
        চড়বে মাথায়...

ইচ্ছাবৃষ্টি হয় যদি
লাঙল দেখাবে, শস্য–
        তার মন্ত্রবল...

শিখি আর দুষি আমি
        আমার স্বভাব...
আঙুল জড়ই সুর
        বিঁধে যায় তার

তবে কি যন্ত্রের কাছে
ধরা দেবে মুগ্ধ রোধ পাঠ।
অবাক হব না আর
চোরকাঁটা বিঁধে গেলে
        হলুদ শাড়িতে...

আমি, ট্রেন এবং
চন্দন মজুমদার

মধ্যরাতের জার্নি ফিরিয়ে দেব সব, সবকিছু
যা কিছু রেখেছিলে এতদিন ঋণের খতিয়ানে
রাতের ট্রেনগুলো মনের ভালো বন্ধ হয়,
জানালার বাইরে গোটা পৃথিবী ছুটে চলে।

তোমরা যারা খবর রাখোনি ওই ট্রেনের,
তারা আজ অন্য শহরে জাল ফেলেছ কর্পোরেটের
যেদিন ওই ট্রেন কারশেডে আসে, সেদিন
আমি রাত কাটাই প্রতিটা কামরার সাথে।

স্ট্রিটল্যাম্পে ঝাপসা হওয়ার আগেই ফিরে যাই,
ব্যাগে পড়ে থাকে অকেজো টাইমমেশিন।

ওই ট্রেনের প্রত্যেকটা কামরা তখনও কাঁপে,
সদ্য কাটা পাঁঠার মতো। আমি ধর্মের ষাঁড়।

আমি বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি সব ভুলে,
অন্য কেউ আসে, নিজের মতো করে ভালোবাসে,
রাত কাটায় ট্রেনের সাথে। তারপর সেও উধাও।
তবু, নিয়ম করে ট্রেন কারশেডে আসে।

কুশলসংবাদ
সহেলী রায়

আজ পা রাখলাম বহুযুগ পর
কেমন আছ সকাল ছটার ভেঁপুবাশি?
ফ্যাক্টারিতে সবুজবিপ্লব ঘটনো শ্রমিকের দল?
কেমন আছ?
সোনালি পাটের বুকচেরা সুতো,
ভালো আছ তো?
শ্রমিকের নিশ্বাসে ধুলো দিয়ে
বিদেশে পাড়ি জমাও আর
হপ্তার টাকায় নাজমার ফটাস ফটাস
হাওয়াই চটির ঔদ্ধত্য
কেমন আছ? কেমন আছে নাজমা?
একফালি ঘরে ভাতফোটা গন্ধ
আর ঘুমন্ত নাজমা কালো ধোঁয়া হয়ে মিশে য়াওয়া
আমার মৃত্যুদেখা প্রথম দুপুর?
আব্বুর সারা গায়ে সোনা সোনা চুল আর নাজমার শেষটুকু
পুকুরপাড়ে নুড়িপাথর আর সবুজপাতায় কুটনো কাটা রান্নাঘর আমাদের
নাজমা এখনও ঘুমায় আর ভাতের গন্ধ আসে
কেমন আছি?
ফ্যাক্টরির বুক জ্বলা কালো ধোঁয়া নাজমার সাথে আকাশে মেশে
জনৈক শ্রমিক চিৎকার ছুঁড়ে দেয়
নাভি পুড়ে গেছে।

আমরা সকল গান তবু তোমারে লক্ষ করে
অমিতাভ দাস

কেন লিখব না বলো প্রেমের কবিতা? এই যে তুমি ঝরা শিশিরের সৌন্দর্য নিয়ে আমার কাছে আসো, তাকে লিখব না? কেন লিখব না বলো?

ইতিহাস ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। ভুগোলটাও তথৈবচ। আর ইংরাজি লিখতে ভেঙে যায় আমার খাগের কলম। কেন আমি লিখব না বলো বাংলায় এইসব, এত সব প্রেমের কবিতা? কেন? কেন লিখব না?

এই যে তোমাকে প্রতিনিয়ত খুলে খুলে দেবি। তারপর আবার ভাঁজ কে রেখে দিই যথাস্থানে। রাত্রি আসে। হিম আসে। আসে একাকীত্বের সেইসব বেখু চাঁদ। এত ফুল ফুটে তাকে – এত ভালোবাসা চোখে-মুখে...তাহলে কেন লিখব না বলো প্রেমের কবিতা? কেন লিখব না তোমার রূপের বিতর কীভাবে একটি পতঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কীভাবে তার ডানা খসে যাচ্ছে। সোনার বর্ণ তামাটে হচ্ছে...

কেন লিখব না আগুন, আত্মধ্বংসের প্রলাপ-কাহিনি?

কলকাতার অভিমন্যুরা

সুমিতা মুখার্জি

এখন কোনও কিছুই সম্ভবত আমাদের ভাবায় না আর
শতাব্দীর শেষ বিধ্বংসী তুফানে ক্ষতির পরিমাণ কী হতে পারে
নতুন বন্দর আবার গড়ে ওঠার পরেও পারাদ্বীপের
ধ্বংসস্তূপ থেকে হয়তো পাওয়া যাবে শিশুদে মৃতদেহ
প্রতিদিন সংবাদপত্রের ধর্ষিতা। রমণীরা রিচার ও পুনর্বাসন
পেল কিনা আমরা তার সেষপর্যন্ত কোনও খবর রাখি না

বইমেলায় সুলভ সংস্করণে অখন্ড মহাভারত কেনার পর
কেউ না-কেউ নবরতই তা বিক্রি করে দিয়ে আসছে
পুরোনো কাগজের দোকানে সের দরে সস্তায়
অভিমন্যুর মৃত্যুর দৃশ্যটি শ্রীকৃষ্ণ ঠিক কীভাবে বলেছিলেন পার্থকে
এখন তা দেখে নিতে পারা য়ায অনায়াসে মুড়ির ঠোঙায়

পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে ফারাক্কায় মেপে মেপে জল ছাড়া হলে
গঙ্গাস্নানের তিন লক্ষ ভিনদেশি পুণ্যার্থী রমণীরা
দাঁড়িয়ে থাকা মল্লিকঘাটের ভাঙা সিঁড়িতে ভোরবেলা

ওধারে ফুটপাতে দরমাঘেরা বেড়ার আড়ালে তরুণ ভ্রুণেরা
সাত হাজার জননীর অতৃপ্ত জঠরে নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শোয়
বড়ো হলে মৌলালির অসমাপ্ত উড়ালপুলে তারাও একদিন
ফুটন্ত গরম পিচ ঢেলে যাবে আজীবন নিপুন দক্ষতায়।